তারিখ 23 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমকাল

নীল-সাদা-গোলাপির রাজনীতি

■ সাব্বির নেওয়াজ

নীল, সাদা, গোলাপি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো শুধু রঙ নয়। এগুলো শিক্ষক বিভাজনের প্রতীক। এই বিভাজন রাজনীতি আর স্বার্থের। দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে তারা সরাসরি অংশ নেন না বললেই চলে। তবে সাধারণভাবে কে কোন রঙের, তা শুনলেই জানা হয়ে যায় সেই শিক্ষকের রাজনৈতিক আনুগত্য। স্বার্থের সংঘাতে অনেকে অবশ্য গায়ে একবার এ-রঙ তো আরেকবার ও-রঙ লাগান। একই রঙভুক্ত দলের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন উপদল। আগামী ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও নড়েচড়ে উঠেছে নীল, সাদা ও গোলাপি রঙে বিভক্ত শিক্ষকদের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

• আগামীকাল : চাকরিপ্রার্থীদের দখলে লাইব্রেরি

নীল-সাদা-গোলাপির রাজনীতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তিনটি গ্রুপ। গত প্রায় আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয় সরাসরি রাজনৈতিক বিবেচনাতে। যে দল সরকারে থাকে, সেই দলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরাই নিয়োগ পান বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ পদে।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুসারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাই শিক্ষকদের রাজনৈতিক ভূমিকা রাখার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাও রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, খুব কম শিক্ষকই স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষকরা দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছেন মূলত এরশাদ সরকারের আমল থেকে। এই দলাদলি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সরকারও শিক্ষকদের তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।'

ছিল নীল আর গোলাপি, এলো গোলাপি থেকে সাদা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের বা আওয়ামী লীগ ঘরানার শিক্ষকরা নীল দল, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ভাবধারার শিক্ষকরা সাদা দল এবং দলনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতি চেতনার শিক্ষকরা গোলাপি দলভুক্ত বলে বিবেচিত হন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন, ডিন নির্বাচনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিভাজন স্পষ্ট। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নির্বাচনে প্যানেল দেওয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকরা নীল দলে এবং বামপন্থি শিক্ষকরা গোলাপি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ১৯৮৬ সালে বাম-গোলাপি মোর্চার অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপাচার্য হওয়ার পর গোলাপি দলে ভাঙন দেখা দেয়। এ সময় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মিঞা, আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, হারুনর রশিদ, হাসনা বেগম, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ সাদা দল গঠন করেন। মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের মতে, 'সংবিধানের চার নীতিতে আস্থাশীল শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত এ দল কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুসারী হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই এ মোর্চার নাম সাদা রাখা হয়।' সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সাদা দলের শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখেন। পরে এ দলটি বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নীল ও গোলাপি শিক্ষক দল যৌথভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে শুরু করে। গত বছর থেকে গোলাপি দল আবারও আলাদা প্যানেলে নির্বাচনে অংশ নেয়। এবারও এ দল আলাদাভাবে নির্বাচন করবে।

নীরব নীল-গোলাপি, সরব সাদা দল : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ডিনস কমিটি, সিনেট ও সিন্ডিকেটে সরকারপন্থি নীল দলের শিক্ষকদের আধিপত্য থাকলেও মাঠে তারা ততটা সরব নয়। নীল দলের মতোই নীরব গোলাপি দলও। তবে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা মাঠের রাজনীতিতে অনেক সরব। অনেক তরুণ শিক্ষকই হতাশ নীল দলের নিষ্ক্রিয়তায়। তাদের বিভাজনও সুস্পষ্ট।

সুন্দরবন রক্ষা ও রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন করেছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থি সাদা দলের শিক্ষকরা। 'সুন্দরবন বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও' প্রতিপাদ্য সংবলিত ওই মানববন্ধনে প্রায় ৫০ শিক্ষক অংশ নেন। এর আগে সাদা দলের শিক্ষকরা জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা পদক প্রত্যাহারসহ অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গ্রেড অবনমন ও মর্যাদাহানির প্রতিবাদে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে গত বছরের ৪ অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, সরকার 'শত চাপ' মোকাবেলা করে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিলেও নীরব ও অনীহা নীল দলপন্থি শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে তাদের কোনো কর্মসূচিও নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ব্যানারে পালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতেও নীল দলপন্থিদের উপস্থিতি বেশি নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন পুষ্টিবিজ্ঞানের অধ্যাপক নাজমা শাহীন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নীলিমা আকতার, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এজেডএম শফিউল আলম ভূঁইয়া, অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া, আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আফতার আলী শেখ, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক লাফিফা জামালসহ আরও অনেকে।

হতাশ সাদা দলের সংগঠকরা : সাদা দলের কার্যক্রম সম্পর্কে নিজেই হতাশা প্রকাশ করে আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'কোনো কর্মসূচি দিলেও লোকজন পাওয়া যায় না। বিরোধী দলে থাকায় শিক্ষকদের অনেকের মধ্যে কোনো উদ্দীপনাও নেই। সিনিয়র শিক্ষকদের অনেকে অবসরে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে আমরা ভালো নেই।'

সাদা দলের পরিস্থিতি সম্পর্কে এই দলের নেতা ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান সমকালকে বলেন, 'আসলে জাতীয় রাজনীতি যেভাবে চলে, এটাও সেভাবে চলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই কথা বলতেও হয়তো ভয় পান।'

বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শীর্ষ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন– ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম শহিদুল ইসলাম, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এএম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. এটিএম জাফরুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মামুন আহমেদ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল হাকিম, পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মামুন চৌধুরী এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম প্রমুখ।

চারশ' ভোট গোলাপি দলের : বামমনস্ক গোলাপি দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক একেএম সালাহউদ্দিন সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের চারশর মতো ভোট আছে। অনেক নামকরা শিক্ষকও আমাদের সঙ্গে আছেন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আমরা তাই এবারও আলাদা প্যানেল দেব। সব পদে না দিতে পারলেও যে ক'টা পদে পারি প্রার্থী দেব। আমরা জিততে না পারি, প্রতিবাদ করি।' তিনি বলেন, আমরা হারি, কারণ গুণের কদর এখানে কম, সংখ্যার কদর বেশি। যারা সরকারি দলে থাকে, তারা শিক্ষকদের জন্য নানা ফাঁদ পাতে, সুযোগ-সুবিধা দেয়। আমরা তাই জিততে পারি না।' তিনি আরও বলেন, 'হারি জিতি যাই হোক, বাম কখনোই মরে না। আদর্শে হিসেবে তা অমর, অক্ষয়।'

বামমনা গোলাপি দলের শীর্ষ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন– দর্শন বিভাগের অধ্যাপক একেএম সালাহউদ্দিন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নেহাল করিম, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম আকতারুজ্জামান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি অনুষদের মধ্যে নীল দলের শিক্ষকরা ৮টি অনুষদে ও সাদা দলের শিক্ষকরা দুটি অনুষদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। নীল দলের ডিনরা হলেন– কলা অনুষদে অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান (বর্তমানে প্রোভিসি-প্রশাসন), বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক মো. আবদুল আজিজ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, জীববিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক, চারুকলা অনুষদে অধ্যাপক নিসার হোসেন, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদে অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল। আর সাদা দলের হয়ে ফার্মেসি অনুষদে অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম এবং আইন অনুষদে অধ্যাপক তাসলিমা মনসুর ডিনের দায়িত্ব পালন করছেন।